107701 - নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

প্রশ্ন

নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত কি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

উসুলুল ফিকহ এর পরিভাষায় শর্ত হলো: "যার শূন্যতা শূন্যতাকে আবশ্যক করে; কিন্তু যার অস্তিত্ব অস্তিত্বকে আবশ্যক করে না।" তাই নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তগুলো হলো: যেগুলোর ওপর নামায শুদ্ধ হওয়া নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি এই শর্তগুলোর কোন একটি বাদ পড়ে তাহলে নামায সহিহ নয়। সেগুলো হচ্ছে:

প্রথম শর্ত: নামাযের ওয়াক্ত বা সময় হওয়া। এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আলেমদের ইজমার ভিত্তিতে ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্বে নামায আদায় করা সহিহ নয়। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের উপর অবশ্য কর্তব্য।"[সূরা নিসা, আয়াত: ১০৩]

কুরআনে কারীমে নামাযের সময়সূচী এজমালভাবে আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً "সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং (কায়েম করুন) ফজরের কুরআন (সালাত)। নিশ্চয় ফজরের কুরআন (সালাত) উপস্থিতির সময়।"[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৭৮] আয়াতে কারীমাতে لِدُلُوكِ الشَّمْسِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- সূর্য মধ্যাকাশ থেকে হেলে পড়া। আর إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- মধ্যরাত হওয়া। মধ্যাহ্ণ থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত সময়টুকু যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা- এ চার ওয়াক্ত নামাযের সময়কে অন্তর্ভুক্ত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সুন্নাহতে বিস্তারিতভাবে এ সময়সূচী বর্ণনা করেছেন। ইতিপূর্বে 9940 নং প্রশ্নোত্তরে সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় শর্ত: সতর ঢাকা। যে ব্যক্তি নামায পড়লেন; অথচ তার সতর উন্মুক্ত তার নামায সহিহ নয়। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক গ্রহণ কর।"[সূরা আরাফ, আয়াত: ৩১]

ইবনে আব্দুল বার্র (রহঃ) বলেন: যে ব্যক্তি নিজেকে আচ্ছাদিত করার মত পোশাক সংগ্রহের সাধ্য থাকা সত্ত্বেও পোশাক ত্যাগ করে উলঙ্গ হয়ে নামায পড়েছে; তার নামায বাতিল মর্মে আলেমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।[সমাপ্ত]

নামাযীর সতররে স্তরভদে রয়ছে:

১। লঘু সতর: এটি হচ্ছে সাত বছর থকেে দশ বছর বয়সী পুরুষরে সতর। তার সতর হচ্ছে লজ্জাস্থানদ্বয়: সামনরে লজ্এাস্থান ও পছেনরে লজ্জাস্থান।

২। মধ্যম সতর: দশ বছর ও তদূর্ধ্ব বছর বয়সীর সতর: নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানটুকু।

৩। গুরু সতর: প্রাপ্ত বয়স্ক স্বাধীন নারীর নামাযরে সতর: কবেল চহোরা ও হাতরে কব্জদ্বিয় ছাড়া নারীর গোটা দহে। আর পাদ্বয় প্রকাশ হওয়ার ব্যাপারে আলমেদরে মতভদে রয়ছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শর্ত: পবত্রিতা। পবত্রিতা দুই প্রকার: হাদাছ (নাপাক অবস্থা) থকেে পবত্রিতা এবং নাজাস (নাপাক বস্তু) থকেে পবত্রিতা।

১। গুরু হাদাছ ও লঘু হাদাছ থকেে পবত্রিতা। যে ব্যক্তি হাদাছগ্রস্ত (যে ব্যক্তরি ওযু নইে) অবস্থায় নামায পড়ে আলমেদরে ইজমার ভত্তিতিে তার নামায সঠকি নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: "তোমাদরে কারো ওযু ভঙ্গ হলে; ওযু না-করা অবধি আল্লাহ্ তার নামায কবুল করনে না।"[সহহি বুখারী (৬৯৫৪)]

২। নাজাস থকেে পবত্রিতা। যে ব্যক্তি জনেশেুনে, স্মরণ থাকা অবস্থায় কোন নাপাকি নয়িে নামায পড়ে তার নামায সহহি নয়। নামাযীর জন্য তনিটি স্থানরে নাপাকি দূর করা আবশ্যক:

প্রথম স্থান: নজি দহে। তাই নামাযীর দহেে কোন নাপাকি থাকতে পারবে না। এর সপক্ষে প্রমাণ রয়ছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদসিে তনিি বলনে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি কবররে পাশ দয়িে যাচ্ছলিনে। তখন তনিি বললনে নশ্চিয় এ দু'জনকে শাস্তি দয়ো হচ্ছে। তবে কোন কবরিা গুনাহর কারণে তাদরেকে শাস্তি দয়ো হচ্ছে না। তাদরে একজন চোখলখুরী করে বড়োত। অপরজন পশোব থকেে নজিকেে পবত্রি রাখত না...।"[সহহি মুসলমি (২৯২)]

দ্বতিীয় স্থান: পোশাক। এর সপক্ষে প্রমাণ রয়ছে আসমা বনিতে আবু বকর (রাঃ) এর হাদসিে তনিি বলনে: "একবার এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে এসে বলল: আমাদরে কউে যখন তার পোশাকে হায়যেগ্রস্ত হয় তখন সে কি করবে; সে ব্যাপারে অবহতি করুন। তনিি বললনে: খসে ফলেে দবিে। এরপর পানি দয়িে ঘষে ধুয়ে ফলেবে এবং তাতে নামায পড়বে।"[সহহি বুখারী (২২৭)]

তৃতীয় স্থান: নামায পড়ার স্থান। এর সপক্ষে প্রমাণ রয়ছে আনাস বনি মালকি (রাঃ) এর হাদসিে তনিি বলনে: "একবার এক বদেুঈন এসে মসজদিরে এক প্রান্তে পশোব করে দলি। লোকরো তাকে ধমকালো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরেকে নষিধে করলনে। যখন সে পশোব শষে করল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় এক বালতি পানি

আনার ও পশোবরে উপর ঢলেে দয়োর নর্িদশে দলিনে।’[সহহি বুখারী]

পঞ্চম শর্ত: ক্ববিলা অভমিুখী হওয়া। তাই যে ব্যক্তি সক্ষমতা থাকা সত্ত্বওে কোন ফরয নামায ক্ববিলার দকি ব্যতীত অন্যদকিে ফরিে পড়বে তার নামায আলমেদরে ইজমার ভত্তিতিে বাতলি। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “সুতরাং আপনি আপনার চহোরাকে মসজদিে হারামরে দকিে ফরোও। তোমরা যখোনইে থাক না কনে তোমোদরে চহোরাগুলোকে মসজদিে হারামরে দকিে ফরোও।’[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৪৪]

এবং নামায অসঠকিভাবে আদায়কারী ব্যক্তকিে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “এরপর তুমি কবিলামুখী হবে এবং তাকবীর দবিে।’[সহহি বুখারী (৬৬৬৭)]

আরও জানতে দখেুন: 65853 নং প্রশ্নোত্তর।

ষষ্ঠ শর্ত: নয়িত করা। যে ব্যক্তি নয়িত ছাড়া নামায পড়ল; তার নামায বাতলি। দললি হচ্ছে উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) এর বর্ণতি হাদসি: “সকল আমল নয়িত দ্বারা মূল্যায়তি হয়। প্রত্যকে ব্যক্তি যা নয়িত করে সটোই তার পাপ্য।” আল্লাহ্ তাআলা নয়িতহীন কোন আমল কবুল করনে না।

উপরোল্লখেতি শর্তগুলো নামাযরে সাথে খাস। এগুলোর সাথে প্রত্যকে ইবাদত শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাধারণ শর্তগুলোও যোগ করতে হবে। সগেুলো হল: ইসলাম, বুদ্ধমিত্তা ও বুঝবান হওয়া।

সুতরাং পূর্বোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতিে নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়টি। এজমালভিাবে সগেুলো হচ্ছে: ইসলাম, আকল, বুঝবান হওয়া, অপবত্রিতা দূর করা, নাপাকি দূর করা, সতর ঢাকা, ওয়াক্ত প্রবশে করা, কবিলামুখী হওয়া এবং নয়িত করা।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।